২৩ রানে ৪ উইকেট নেই, ইনিংস পরাজয়ের শঙ্কায় বাংলাদেশ

১৪১ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাটিংয়ে নেমেই বিপাকে বাংলাদেশ। ৯.১ ওভারে মাত্র ২৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ইনিংস পরাজয়ে শঙ্কিত টাইগাররা।

আসিথ ফার্নন্দো ও কাসুন রাজিথার গতির মুখে পড়ে একের পর এক সাজঘরে ফেরেন তামিম ইকবাল, মুমিনুল হক সৌরভ ও মাহমুদুল হাসান জয়। রান আউট হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

স্কোর বোর্ডে ১৫ রান জমা হতেই উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন তামিম ইকবাল। ১১ বল মোকাবেলা করে রানের খাতা খোলার সুযোগ পাননি দেশ সেরা এই ওপেনার।

অহেতুক রান আউট হন নাজমুল হোসেন শান্ত। আসিথা ফার্নান্দোর বল পয়েন্টে ঠেলে দিয়ে ঝুঁকিতে রান নিতে গিয়ে বিপদে পড়েন তিনি। ১১ বলে মাত্র ২ রান করেই রান আউট হন নাজমুল হোসেন শান্ত।

শান্ত আউট হওয়ার পর সাজঘরে ফেরেন মাহমুদুল হাসান জয়। দুইবার লাইফ পেয়েও নিজের ইনিংসটা লম্বা করতে পারেননি এই তরুণ। আসিথা ফার্নান্দোর বাউন্সারে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন।

আবারও ব্যর্থ মুমিনুল হক সৌরভ। উইকেটে যেন টিকতেই পারছেন না তিনি। কাসুন রাজিথার অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ড্রাইভ করেন মুমিনুল। ব্যাটের সামনে থেকে লাফিয়ে ওঠে বল জমা পড়ে কিপারের গ্লাভসে। জোরালো আবেদন করেন শ্রীলংকান ফিল্ডাররা।

আম্পায়ার তাতে সাড়া না দিলে রিভিউ নেন দিমুথ করুনারত্নে। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, মুমিনুলের ব্যাটে হালকা স্পর্শ করেছে বল। ২ বল খেলে শূন্য রানে সাজঘরে ফিরলেন মুমিনুল। টেস্টে এ নিয়ে টানা ৭ ইনিংস দুই অঙ্কে যেতে পারলেন না বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান।

প্রথম ইনিংসের মতো আবারও চরম বিপর্যয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং। চতুর্থ দিনের একিবারে শেষ বিকেলে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৩৪ রানে। প্রথম ইনিসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও দুই সেঞ্চুরিয়ান মুশফিকুর রহিম ও লিটন কুমার

দাস।

চট্টগ্রাম টেস্টে দাপটের সঙ্গে ড্র করলেও ঢাকা টেস্টে পরাজয়ের শঙ্কায় বাংলাদেশ দল। টাইগারদের করা ৩৬৫ রানের জবাবে ১৪১ রানের লিড নিয়ে ৫০৬ রানে প্রথম ইনিংস থামে শ্রীলংকার।

ঢাকা টেস্টে পরাজয় এড়াতে হলে বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনের শেষ বিকেলে (আনুমানিক) ২৭ ওভার এবং শুক্রবার পুরোদিন ব্যাট করতে হবে মুমিনুলদের। এর ব্যতিক্রম হলে পরাজয়ের ভয় রয়েছে স্বাগতিকদের। তবে বৃষ্টিতে যদি এক বা একাধিক সেশনের খেলা ভেসে যায় তাহলে হার এড়ানোর আরও একটু সুযোগ রয়েছে।

মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ২৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চরম বিপর্যয়ে পড়ে যায় স্বাগতিক বাংলাদেশ। কিন্তু মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাসের দায়িত্বশীলতায় শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ রান তুলতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। ১৭৫* ও ১৪১ রান করে করেন মুশফিকুর রহিম ও লিটন কুমার দাস।

জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে অধিনায়ক করুনারত্নের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৯৫ রান করে ফেরেন ওশাদা ফার্নান্দো (৫৭)। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের একেবারে শেষ মুহূর্তে আউট হন কুশাল মেন্ডিস। এরপর নাইটওয়াচম্যান হিসেবে ব্যাটিংয়ে নামা কাসুন রাজিথাকে সঙ্গে নিয়ে ২ উইকেট ১৪৩ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেন দিমুথ করুনারত্নে।

বুধবার তৃতীয় দিনের শুরুতেই দলকে সাফল্য এনে দেন এবাদত হোসেন। নাইটওয়াচম্যান কাসুন রাজিথাকে দিনের দ্বিতীয় বলেই ফিরিয়ে দেন এই পেসার। এরপর মাত্র ১০ রানের ব্যবধানে সাকিবের দারুণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড হয়ে ফেরেন লংকান অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে। সাজঘরে ফেরার আগে ১৫৫ বলে ৯টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮০ রান করে ফেরেন তিনি।

লাঞ্চের ঠিক আগে শুরু হয় বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে ভেসে যায় দ্বিতীয় সেশনের খেলা। বিকাল ৪টার শুরু হয় খেলা। ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ১০২ রানের জুটি গড়েন ম্যাথিউস। ফিফটি তুলে নেওয়া ধনঞ্জয়াকে ফেরান সাকিব।

চট্টগ্রাম টেস্টে পরপর দুই ইনিংসে ৬ ও ৩৩ রানে সাকিবের স্পিনে বিভ্রান্ত হওয়া ধনাঞ্জয়া ঢাকায় সাকিবের শিকার হওয়ার আগে করেন ৫৮ রান। বৃহস্পতিবার ৫৮ ও ১০ রান নিয়ে চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নেমে

জোড়া সেঞ্চুরি তুলে নেন শ্রীলংকার সাবেক দুই অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস ও দিনেশ চান্দিমাল। ষষ্ঠ উইকেটে ম্যাথিউস-চান্দিমাল ৪১৫ বল মোকাবেলা করে ১৯৯ রানের জুটি গড়েন।

পাঁচ উইকেটে ৪৬৫ রান করা শ্রীলংকা এরপর মাত্র ৪১ রানে হারায় ৫ উইকেট। ২১৯ বল মোকাবেলা করে ১১টি চার আর এক ছক্কায় ১২৪ রান করে এবাদতের শিকারে পরিণত হন দিনেশ চান্দিমাল। উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান নিরশন ডিকভেলাকে দুই অঙ্কের ফিগার রান করতে দেননি সাকিব। ১১ বলে ১০ রানে এবাদতের শিকার হন রমেশ মেন্ডিস।

প্রাভিন জয়াবিক্রমাকে নিজের পঞ্চম শিকারে পরিণত করেন সাকিব। আসিথা ফার্নান্দোকে সাকিব-মুশফিক রান আউটের ফাঁদে ফেললে ৫০৬ রানে অলআউট হয় শ্রীলংকা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস: ১১৬.২ ওভার ৩৬৫/১০ রান (মুশফিক ১৭৫*, লিটন ১৪১; কাসুন রাজিথা ৫/৬৪, আসিথা ফার্নান্দো ৪/৯৩)।

শ্রীলংকা ১ম ইনিংস: ১৬৫.১ ওভার ৫০৬/১০ রান (অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস ১৪৫*, দিনেশ চান্দিমাল ১২৪, দিমুথ করুনারত্নে ৮০, ওশাদা ফার্নান্দো ৫৭, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ৫৮; সাকিব ৫/৯৬, এবাদত ৪/১৪৮)।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মহাজনপুর ইউপি চাম্পিয়ন

উপজেলা পর্যায়ে মুজিবনগরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে (অনুর্ধ্ব-১৭) বালক ফাইনাল খেলায় মহাজনপুর ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স মাঠে এ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশ মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ কে ২-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলায় মহাজনপুর ইউনিয়ন অনূর্ধ্ব (১৭) দলের হয়ে লিংকন ও নাঈম গোল দুটি করেন। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি সুজন সরকার উপস্থিত থেকে বিজয়ী ও বিজিত দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপার হয়েছেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশের হাসিবুল, টুর্নামেন্টের সেরা গোলদাতা হয়েছেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশের ১০ নম্বর জার্সিধারী সাব্বির, ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট হয়েছেন মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশের ১০ নম্বর জার্সিধারী গাফফার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুদ্দীন, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই উত্তম, ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসেম আলীসহ শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিপুল পরিমান দর্শক।

খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ফারাহ হোসেন লিটন,সহকারী রেফারি হিসাবে ছিলে মাহবুবুল হক ও আক্কাস আলী। ম্যাচের ধারাভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন শামীম শিশির।

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

(অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধন

উপজেলা পর্যায়ে মুজিবনগরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনুর্ধ্ব-১৭) বালক এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি সুজন সরকার।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সম্পাদক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিছুজ্জামান খান, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালি ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম রবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিপুল পরিমান দর্শক।

উদ্বোধনী খেলায় একদিকে অংশ গ্রহন করে দারিয়াপুর ইউনিয়ন (অনূর্ধ্ব১৭) একাদশ অন্যদিকে অংশগ্রহন করে মোনাখালি ইউনিয়ন (অনূর্ধ্ব১৭) একাদশ। খেলা নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ড্র হলে ট্রাইবেকার অনুষ্ঠাতি হয়। ট্রাইবেকারে দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশকে ৪-৩ গোলে পরাজিত করে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ।

দিনের দ্বিতীয় খেলায় একদিকে অংশগ্রহণ করে বাগোয়ান ইউনিয়ন (অনূর্ধ্ব১৭) একাদশ অপরদিকে অংশগ্রহণ করে মহাজনপুর ইউনিয়ন (অনূর্ধ্ব১৭) একাদশ। দ্বিতীয় খেলাটি নির্ধারিত সময়ে ৩-৩ গোলে ড্র হলে খেলাটি ট্রাইবেকারে গড়াই।

ট্রাইবেকারে মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশ ৬-৫ গোলে বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে। আগামী ২৩ তারিখ সোমবার মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ ও মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশ এর মধ্য ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ফারাহ হোসেন লিটন,

সহকারী রেফারি হিসাবে ছিলেন আশিকুজ্জামান ও আব্দুল কুদ্দুস। ম্যাচের ধারা ভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন শামীম শিশির।

ঢাকা টেস্টে খেলা হচ্ছে না নাঈম হাসানের

জাতীয় ক্রিকেট দলে আবারও ইনজুরির হানা। গতকাল বৃহস্পতিবার শেষ হওয়া চট্টগ্রাম টেস্টে দুর্দান্ত বোলিং করা নাঈম হাসান আবারও চোটে পড়েছেন। আঙুলের চোটের কারণে তিনি আগামী ২৩ মে থেকে শুরু হতে যাওয়া ঢাকা টেস্টে খেলতে পারবেন না। এ এই তরুণ অফ স্পিনারের ডানহাতের একটা আঙুলের হাড় সরে গেছে।এক্সরেতে চিড়ও ধরা পড়েছে।

চট্টগ্রাম টেস্টের চতুর্থ দিনে নিজের বোলিংয়ে ফিল্ডিং করতে গিয়ে নাঈম ডানহাতের মধ্যমায় আঘাত পান। তিনি শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নের স্ট্রেট ড্রাইভ থামাতে গিয়েছিলেন। প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসা বলটি তার আঙুলে আঘাত করে। বৃহস্পতিবার এক্স-রে করানোর পর জানা যায়, নাঈমের আঙুলটি ভাঙা। তবু ব্যথা নিয়ে চট্টগ্রাম টেস্টের পঞ্চম দিন বোলিং করে গেছেন নাঈম।

১৫ মাস পর ক্রিকেটে ফিরে দারুণ ফর্মে ছিলেন ২২ বছরের নাঈম। চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩০ ওভার বল করে ৪টি মেডেনসহ ১০৫ রানে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। যা তার ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। বিসিবি জানিয়েছে, আঙুলের চোট সারতে নাঈমের এক মাসের মতো সময় লাগবে। তাই শ্রীলংকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তার আর খেলা হচ্ছে না।

[redacted]

[redacted]

ভিলাকে হারিয়ে শিরোপার লড়াই ধরে রাখল লিভারপুল

আগের ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে ড্র করে লিগ শিরোপার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল লিভারপুল। এর পর গত রাতে ভিলা পার্কে শুরুতে পিছিয়ে পড়ায় শঙ্কার মেঘ উঁকি দিয়েছিল। তবে জোয়েল মাতিপ ও সাদিও মানের গোলে সে মেঘ উড়িয়ে দিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার রাতে অ্যাস্টন ভিলাকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপার আশা এখনও বাঁচিয়ে রাখল লিভারপুল।

দলের টপ স্কোরার মোহামেদ সালাহকে বেঞ্চে রেখে শুরুর একাদশ সাজান লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। আক্রমণের দায়িত্ব পড়ে সাদিও মানে, দিয়েগো জোতা ও লুইস দিয়াসের কাঁধে। কিন্তু তারা নিজেদের মেলে ধরার আগেই লিভারপুলের রক্ষণে চাপ দিয়ে গোল আদায় করে নেয় অ্যাস্টন ভিলা।

তৃতীয় মিনিটে ওলি ওয়াটকিন্সের শট আলিসন ফেরানোর পরের আক্রমণ থেকে এগিয়ে যায় স্টিভেন জেরার্ডের দল। লুকাস দিনিয়ের ক্রসে লুইসের হেড ফেরালেও গ্লাভসে জমাতে পারেননি আলিসন। আলগা বল ফিরতি শটে জালে উড়িয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ডগলাস লুইস।

পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা অবশ্য দ্রুতই সামলে নেয় লিভারপুল। তিন মিনিট পর আর্নল্ডের ক্রস ঠিকঠাক ক্লিয়ার করতে পারেননি অ্যাস্টন ভিলার টাইরন মিঙ্গস। সেই বল চলে যায় ভার্জিল ফন ডাইকের পায়ে। ডাচ এই ডিফেন্ডার পাস বাড়ান ডি-বক্সে। নিখুঁত টোকায় গোল করেন মাতিপ।

আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের এই উত্তাপ অবশ্য টিকেনি বেশিক্ষণ। সমতায় ফেরার পর থেকে বলের নিয়ন্ত্রণ ও আক্রমণে আধিপত্য করতে থাকে লিভারপুল। তবে প্রথমার্ধে আর গোল করতে পারেনি তারা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অ্যালেক্সান্ডার-আর্নল্ডের ফ্রি কিক পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। আর ৬৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের লং পাস ধরে বক্সে আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান দিয়াস, ফ্লিক হেডে জাল খুঁজে নেন সাদিও মানে। এই মৌসুমে এটি মানের ২২তম গোল।

শেষ দিকে ড্যানি ইঙ্গস জোরালো শটে লিভারপুলের জালে বল জড়িয়েছিলেন। কিন্তু এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড আগে থেকেই অফসাইডে থাকায় হয়নি গোল। শেষ পর্যন্ত ওই ২-১ গোলে হার নিয়েই ঘরের মাঠ ছাড়তে হয় ভিলাকে।

৩৫ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে একাদশ স্থান আছে অ্যাস্টন ভিলা। আর ৩৬ ম্যাচে ৮৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে লিভারপুল। সমান পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে সিটি। তবে তারা এক ম্যাচ কম খেলেছে এবং লিভারপুল থেকে তাদের গোল ব্যবধানও বেশি।

পা কেটে ২৭ সেলাই, মাশরাফি বললেন ‘আলহামদুলিল্লাহ’

নিজের বাসায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক তারকা অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। ছোটখাটো দুর্ঘটনা নয়; জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে যেতে হয়েছে তাকে। কেটে গেছে তার পা, তাতে সেলাই পড়েছে ২৭টি।

বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত। তবে এমন দুর্ঘটনাকবলিত হয়েও বিচলিত নন ‘নড়াইল এক্সপ্রেস’।

মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন এই বলে যে, আল্লাহর কাজ সব ভালো। ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন মাশরাফি। ভক্ত-অনুরাগীদের দুশ্চিন্তামুক্ত করলেন। বাংলাদেশের সফল অধিনায়ক লিখলেন, ‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী। আলহামদুলিল্লাহ সবার দোয়ায় ভালো আছি এখন। চিন্তা করার মতো গুরুতর অবস্থায় আপাতত নাই ইনশাল্লাহ। কিছু দিন বেড রেস্টে থাকতে হবে।’

অনুরাগীদের কাছে দোয়াও চাইতে ভুললেন না মাশরাফি।

তিনি বললেন, ‘অনেকেই মেসেজ দিয়েছেন, ফোন করে জানতে চেয়েছেন। আপনাদের সবাইকে জানাতে পারিনি বলে দুঃখিত। সবাই দোয়া করবেন।

ইনশাল্লাহ, আল্লাহর কাজ সব ভালো।’

শনিবার নিজ বাসায় অবস্থান করছিলেন মাশরাফি। সেখানে কাচের টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তার। টেবিলে ধাক্কা লাগায় ওপর থেকে তার পায়ের পেছন দিকে কাচ পড়ে। এতে বেশ খানিকটা অংশ কেটে যায়।

দুর্ঘটনার পর তাকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিশ্বরেকর্ড গড়ে ‘মধুর প্রতিশোধ’ নিলেন ওয়ার্নার

‘দ্য ইউনিসভার্স বস’- কে পেছনে ফেলে দিলেন অসি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ক্যারিবীয় জায়ান্ট ক্রিস গেইলের হাফসেঞ্চুরি করার রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের এ ওপেনার।

বৃহস্পতিবার আইপিএলে নিজের পুরনো দল হায়দরাবাদকে প্রথমবার সামনে পেয়েই জ্বলে উঠলেন ওয়ার্নার। খেললেন অপরাজিত ৯২ রানের ইনিংস। দলকে এনে দিলেন দুর্দান্ত এক জয়। আর এরই সঙ্গে এক বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন তিনি। নিলেন প্রতিশোধও।

টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি অর্ধশতরানের রেকর্ড এখন ওয়ার্নারের। হায়দরাবাদের বিপক্ষে ৩৪ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন এ অসি তারকা। সেই সঙ্গে গেইলকে টপকে গেলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টিতে এতদিন সবচেয়ে বেশি ৮৮টি হাফসেঞ্চুরি ছিল গেইলের। তাকে ডিঙিয়ে সংখ্যাটা ৮৯তম করলেন ওয়ার্নার। এ দুজনের পর তালিকায় রয়েছেন বিরাট কোহলি (৭৭), অ্যারোন ফিঞ্চ (৭০) ও রোহিত শর্মা (৬৯)।

ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ৫৮ বলে ৯২ রান করেন ওয়ার্নার। বাউন্ডারি মারেন ১২টি এবং ছক্কা মারেন ৩টি। ৩ উইকেট হারিয়ে দিল্লির সংগ্রহ

ছিল ২০৭ রান। জবাবে হায়দরাবাদ ৮ উইকেটে ১৮৬ রানে থেমে যায় এবং হেরে যায় ২১ রানের ব্যবধানে।

ছয় বছর আগে হায়দরাবাদকে আইপিএল শিরোপা জিতিয়েছিলেন ওয়ার্নার। এর পর বেশ কয়েক বছর দলের হয়ে ভালো রান করেন; কিন্তু গত মৌসুমে খারাপ খেলার কারণে প্রথমে তার কাছ থেকে অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। রীতিমতো অপমান করা হয় তাকে। দল থেকেই বাদ দেওয়া হয়।

যে কারণে এবার নিলামে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলছেন এ অসি ব্যাটার। অনেকের মতে, হায়দরাবাদকে হারিয়ে সেই অপমানের যেন প্রতিশোধই নিলেন ওয়ার্নার।

হারের পরও ফাইনালে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন বেনজেমা

চলতি মৌসুমে বেশ দুর্দান্ত। থাকলেন ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে সেমিফাইনালের প্রথম লেগেও। রিয়াল মাদ্রিদ হেরে গেছে ৪-৩ গোলে। কিন্তু বেনজেমা ছিলেন উজ্জ্বল, নিজে করেছেন জোড়া গোল। ১১ মিনিটের মাথায় দুই গোল খাওয়া রিয়াল এখনও স্বপ্ন দেখছেন ফাইনালের।

আগের দুই রাউন্ডেও শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। চেলসি ও পিএসজির বিপক্ষে ম্যাচগুলোতে ত্রানকর্তা হয়েছিলেন বেনজেমা।

এবারও তেমন জাদুকরি কিছুর স্বপ্নই দেখিয়েছেন ফরাসি তারকা। তবে তার জন্য সমর্থকদের অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে যে বেশি করে দরকার, মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটিও।

তিনি বলেছেন, ‘হার কখনোই ভালো জিনিস না কিন্তু এ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে আমরা রোমাঞ্চিত আর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আমরা কখনও হাল ছাড়ি না। এখন আমাদের বার্নাব্যুতে ফিরতে হবে আর সমর্থকদের অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি করে লাগবে জাদুকরি ও জয়ের জন্য কিছু করতে।’

মঙ্গলবার রাতের ম্যাচ নিয়ে বেনজেমা বলেছেন, ‘আমরা ম্যাচ শুরু করেছি আত্মবিশ্বাস ছাড়া, ম্যানচেস্টার সিটির মতো প্রতিপক্ষের বিপক্ষে এমনটাই ঘটবে। এ ম্যাচটাতে সবকিছুরই একটু একটু কমতি ছিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন ৯০ মিনিট বাকি আছে বার্নাব্যুতে যেখানে সমর্থকরা আবারও ব্যবধান গড়ে দিতে পারে। আমরা এ জায়গাটা মাথা উঁচু রেখে ছেড়ে যাচ্ছি পরের লেগে ভালো খেলার জন্য। সমর্থকরা গর্বের সঙ্গে স্টেডিয়াম ছেড়েছে। আমাদের নিজেদের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে আর দেখতে হবে উন্নতির জন্য আমাদের কী করতে হবে। সবকিছুর ছোট ও শুরুর ব্যাপারে।’